দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..26 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা... 1 ... কলাম 7 ...

029

আবুজাফর শামসুদ্দীনের জীবনাবসান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আবুজাফর শামসুদ্দীন আর নেই। গত বুধবার ভোরে ঢাকায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ------ রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

দীর্ঘদিনের অভ্যাসমতো বুধবারেও তিনি মোমিনবাগের বাসভবন থেকে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই তিনি বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন এবং বাসায় ফিরে আসেন। তখনই তাকে মগবাজারের রাজধানী ক্লিনিকে নেয়া হয়। ভোর ৬টা ৫০ মিনিটে তার জীবনাবসান ঘটে। তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ৫ মেয়ে রেখে গেছেন।

আবুজাফর শামসুদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই

(১১-এর পাতায় দেখুন)

প্রধানমন্ত্রীর শোক

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবুজাফর শামসুদ্দীনের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী

(১১-এর পাতায় দেখুন)

বিভিন্ন মহলের শোক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আবুজাফর শামসুদ্দীনের মৃত্যুতে বাংলা একাডেমীতে গতকাল বৃহস্পতিবার এক শোক-

(১১-এর পাতায় দেখুন)

আবুজাফর শামসুদ্দীনের জীবনাবসান

(১ম পাতার পর)

তার বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও গুণগ্রাহীরা মরহুমের বাসভবনে যান শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। বুধবার জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় আওয়ামী লীগ, বাকশাল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সিপিবি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীসহ বহু লোক অংশগ্রহণ করেন। পরে মরহুমের লাশ তার জন্মস্থান গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণবাগ গ্রামে নেয়া হয়। সেখানে বাদ-আছর নামাজে জানাজার পর দক্ষিণবাগ গ্রামেই দাফন করা হয়।

মরহুম আবুজাফর শামসুদ্দীন ১৯৭৫ সাল থেকে অল্পদর্শী ছদ্মনামে 'সংবাদ'-এ নিয়মিত উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে এসেছেন। গত সোমবারেও 'সংবাদ'-এ তার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯১১ সালের মার্চে দক্ষিণবাগ গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আবুজাফর শামসুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং তার ছাত্রজীবনের সমাপ্তি ঘটে। পরে কিছুকাল তিনি সরকারের সেচ বিভাগে চাকরি করেন। ৩০-এর দশকের গোড়াতেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট হন। সাংবাদিক হিসেবে তার হাতেখড়ি হয় এম, এন রায় সম্পাদিত র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট পত্রিকায়। ১৯৪০ সালে তিনি 'ওরিয়েন্ট প্রেস অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি বার্তা সংস্থায় যোগ দেন এবং উড়িষ্যার কটকে সংস্থার সংবাদদাতা হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন। পরে তিনি কলকাতার দৈনিক আজাদ-এ যোগ দেন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার-এ বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায় যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে আবুজাফর শামসুদ্দীন বাংলা একাডেমীতে যোগ দেন এবং অনুবাদ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বাংলা একাডেমী ত্যাগ করে দৈনিক পূর্বদেশে সিনিয়র সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে পূর্বদেশের প্রকাশনা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তিনি এই পদে কর্মরত ছিলেন। '৭৫-এর পরে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি 'সংবাদ' এবং অন্যান্য সাময়িকীতে লিখে গেছেন।

মরহুম আবুজাফর শামসুদ্দীন বেশ কিছুসংখ্যক উপন্যাস,

পতি এবং আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়নের সহসভাপতি ছিলেন এছাড়া তিনি বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথেও যুক্ত ছিলেন।

আজ কুলখানি

মরহুম আবুজাফর শামসুদ্দীনের কুলখানি আজ শুক্রবার বাদ আছর তার বাসভবন ৪/ক মোমিনবাগ (রাজারবাগ)-এ অনুষ্ঠিত হবে। কালীগঞ্জের দক্ষিণবাগে মরহুমের গ্রামের বাড়ীতে কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল শনিবার।

প্রধানমন্ত্রীর শোক

(১ম পাতার পর)

মওদুদ আহমদ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আবুজাফর শামসুদ্দীনের মৃত্যু একটি অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। খবর বাসস'র।

বিভিন্ন মহলের শোক

(১ম পাতার পর)

সভার আয়োজন করা হয়। একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শামসুজ্জামান খান, বশীর আল হেলাল, ফ ও ম নূরুল হুদা, সুব্রত বড়ুয়া, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতা করেন।

সভাপতির ভাষণে আবু হেনা মোস্তফা কামাল মরহুম শামসুদ্দীনকে একজন অকপট মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আমাদের সমাজে এইসব বিরলজন্মা ব্যক্তি আর্থিক বা অন্যান্য পদমর্যাদা থেকে হয়ত বঞ্চিত হয়েছেন, কিন্তু কালের বিচারে তাদের জীবনাদর্শই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী এক বিবৃতিতে আবুজাফর শামসুদ্দীনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন জাতির এক জাগ্রত বিবেক। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতে জলন্ত সূর্যের মত অবস্থান করে সকল অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন-ভণ্ডামি ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন।

নেত্রীদ্বয় বিবৃতিতে আরো বলেন, আবুজাফর শামসুদ্দীনের মৃত্যুতে বাংগালী জাতি তার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারালো। তার শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। স্বৈরশাসন, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু লেখনীর মাধ্যমে যে লড়াই করেছেন তা এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনে শক্তি যোগাবে।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট

নীতিতে তার মূল্যবান অবদান ছাড়াও আমৃত্যু তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদবিরোধী একজন সাহসী যোদ্ধা। তার মৃত্যুতে দেশ হারিয়েছে একজন কৃতী সন্তানকে। এই মৃত্যুতে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়।